দৈনিক খবর

226

তারিখ 29 MAY 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

নিজামীর ওপর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ

যেখানে আমাদের স্থান নেই সেই বিশ্ববিদ্যালয় চাই না

—জামায়াত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা ও দলীয় সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ভালোয় ভালোয় সন্ত্রাসের কালো হাত গুটিয়ে নাও। আমাদের প্রতিরোধে বাধ্য করো না। নইলে

২-এর পাতায় দেখুন

যেখানে আমাদের স্থান নেই সেই বিশ্ববিদ্যালয় চাই না ঃ জামায়াত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মরণপন আঘাত হানা হবে। মওলানা নিজামীর ওপর হামলা ইসলামের উপর হামলা।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার পদত্যাগ ও গত সোমবারের ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার এবং শাস্তি প্রদানসহ তাদের বহিস্কারের দাবী জানিয়ে আরও বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের স্থান দেয়া হয় না, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তারা বলেছেন, ভিসি মনিরুজ্জামানের লজ্জা থাকা উচিত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তো দূরের কথা মক্তবের মাস্টার হওয়ারও যোগ্যতা অর্জন করেনি।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইট চত্বরে ঢাকা মহানগর জামায়াতের এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহনগরী শাখার আমীর আবদুল কাদের মোল্লা। বক্তৃতা করেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা মওলানা আবদুস সোবহান সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ, মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম ও মজলিশে সুরার সদস্য ডাঃ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মওলানা আবদুস সোবহান বলেন, ফ্যাসীবাদী কায়দায় ছাত্র নামধারী গুন্ডারা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ চেয়ে চেয়ে দেখল, পদক্ষেপ নিল না। আমন্ত্রণ জানিয়েও ভিসি নিরাপত্তারা ব্যবস্থা নেয়নি। হামলাকারীরা গণতন্ত্র চায় না। এরা সংখ্যায় অল্প। ইচ্ছে করলেই এদের প্রতিরোধ করা যায়।

তিনি সরকারের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকারের দুর্বলতার কারণেই দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সন্ত্রাসীদের হাতে পুরো দেশ জিম্মি। ভালো করে দেশ চালান। নইলে অতীতের সরকারগুলোর মত একই পরিণতি আপনাদেরও হবে।

আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ বলেন, জনাব নিজামীর উপর হামলা কোন ব্যক্তির উপর হামলা নয়। এ হামলা ইসলামের উপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারো একার নয়। এখানে জামায়াত-শিবিরও আসবে।

এটি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার ২০ বছর পর কে রাজাকার কে দেশপ্রেমিক এ ধরনের প্রশ্ন তোলাটা অবান্তর। আইয়ুবেরা প্রেতাত্মারা দেশকে গ্রাস করে নিয়েছে। যারা নিজামীর উপর হামলা চালিয়েছে, তারা এক সময় তাদের নেতৃবৃন্দের উপরও হামলা চালাবে। ডঃ কামালের ঘটনাই তার প্রমাণ।

ডাঃ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা সন্ত্রাসীদের উসকিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, নিজামীর উপর হামলার সময় ভিসি কোন পদক্ষেপ নেয়নি। উপরন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এগিয়ে আসলে ভিসি তাঁর রুম হতে পুলিশ বাহিনীকে বের করে দেয়।